ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ

ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ ছবি চলাকালীন বার্গম্যান তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন ভিক্টর সীষ্ট্রম, (যিনি বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে আমেরিকাতে নির্বাক যুগে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং আমাদের উপহার দিয়েছেন দুই ক্লাসিক চলচ্চিত্র, এবং যিনি এ ছবিতে ডঃ আইজ্যাক বর্গের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন) আইজ্যাক সম্বন্ধে যা ব্যাখ্যা করেছিলেন সেই কথাগুলি : তাঁর চাহনি সত্যই অন্ধকার ভেদ করে দেখতে চায়। তিনি সততই ধরতে চেষ্টা করেছেন তাঁর ভীত প্রশ্ন এবং হতাশ প্রার্থনার এক উত্তরের শব। কিন্তু নীরবতা সম্পূর্ণ। আইজ্যাক বর্গ সম্পূর্ণ নিঃসংগ হয়ে পড়েছেন। লুণ্ডে যাওয়ার পথে তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে এই উপলব্ধিতে পৌছতে বাধ্য করে যে যদি না তিনি তাঁর স্বার্থপরতা ত্যাগ করেন তাহলে তিনি আত্মিকভাবে মৃত হয়ে যাবেন।

আইজ্যাক বর্গ'ই ছবির মুখ্য চরিত্র। ছবিতে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। এবং অন্যান্য প্রতিটি চরিত্র পরিকল্পিত বা পরিচালিত হয়েছে বৃদ্ধ অধ্যাপকের চরিত্রে উদ্ভাসী আলোকপাতের খাতিরে, তাঁর অতীত ও অধুনাতন মানসিকতা উদ্‌ঘাটনের তাগিদে।

আটাত্তর বছরের অধ্যাপক আইজ্যাক বর্গকে, বিজ্ঞানে তাঁর কৃতিত্বের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়নগরী লুণ্ডে গিয়ে একটি সম্মান সূচক ডক্টরেট ডিগ্রী নেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁর পুত্রবধূ ম্যারিয়ন, যিনি প্রথম, অধ্যাপকের আত্মতুষ্টির পরিমণ্ডলে আন্দোলন এনেছেন, গাড়ী চালিয়ে নিয়ে চলেছেন লুণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। পুত্রবধূ অধ্যাপককে আখ্যা দিয়েছেন "আত্মকেন্দ্রিক বুড়ো"।

পুত্রবধূ ম্যারিয়নের অভিযোগ যে তিনি শীতল, স্বার্থপর মানুষ যদিও হয়তো 'নৈতিকতার' বিচারে সঠিক তবু প্রিয়জনদের প্রতি মূলত ন্যায় বিচারহীন। এ ধরনের অভিযোগ শুনে ডঃ বর্গ বিস্মিত এবং বিচলিত। অনুষ্ঠানের যখন আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি তখন সেই মুহূর্তে এ জাতীয় সংবাদ এক বিহ্বল অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের সৃষ্টি করে। তাঁর পুত্রবধূ অত্যন্ত তিক্ত-তিতিবিরক্ত আদৌ মোলায়েম করে কথা বলতে

পারেন না। পুত্রবধূ তাঁকে এই প্রথম জানান যে তাঁর পুত্র এভাল্ড পিতার দুর্দান্ত অবিকল প্রতিরূপ। সমুদ্রতীরে বৃষ্টির দৃশ্যে তিনি ম্যারিয়নের কাছে বলেন, "এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই অসমঞ্জস : কিন্তু এর চেয়েও অসমঞ্জস নতুন রোগী দিয়ে পৃথিবীকে ভর্তি করা এবং সমস্ত কিছুর মধ্যে সবচেয়ে অসমঞ্জস হল বিশ্বাস করা যে তারা আমাদের চেয়ে ভাল হবে।" তিনি দাবি করেন যে তিনি এক নারকীয় বিবাহের, আইজ্যাক বর্গ এবং তাঁর স্ত্রীর অবাঞ্ছিত সন্তান এবং সে কারণে চান না ম্যারিয়ন কোন সন্তান প্রসব করুক। তিনি ম্যারিয়নকে বলেন যে ম্যারিয়ন সন্তান এবং তাঁর মধ্যে কোন একটিকে বেছে নিতে পারেন, অন্য কথায় জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে। ("আমার প্রয়োজন মৃত হওয়া — একেবারে পরিপূর্ণভাবে মৃত")। পুত্রবধূ যখন এইসব বলছিলেন অধ্যাপক বর্গ তখন আরও বিচলিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ছিলেন। ঘটনাক্রমে গত রাত্রিতে তিনি মৃত্যুর স্বপ্ন দেখেছেন। ছবির শুরু এই স্বপ্নদৃশ্য দিয়েই। অধ্যাপক বর্গ প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন, যখন আকস্মিকভাবে একটি চলমান শবযান দুর্ঘটনায় পড়ে, কফিন গড়িয়ে পড়ে রাস্তায়, ভেঙ্গে খুলে যায়। অধ্যাপক বর্গ তাড়াতাড়ি ছুটে যান সেই দিকে এবং বিস্ময়ে দেখেন যে তাঁর নিজের শব হাত বাড়িয়ে তাঁকে ভেতরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে।

এই স্বপ্নটি তাঁর দিবাস্বপ্নের সূত্র হয়ে দাঁড়ায়, যে দিবাস্বপ্ন তিনি দেখতে শুরু করেন পুত্রবধূর ভর্ৎসনা থেকে। অধ্যাপক বর্গ নিজের জীবনকে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করেন, যে জীবন আজ ব্যক্তিগত চূড়ান্ত সাফল্যের আসন্ন মুহূর্তে উপস্থিত। শিল্প সম্মত ফ্ল্যাশব্যাকে পুরোনো পৃথিবীর মধুর পরিবেশে ভরপুর অধ্যাপক বর্গের জীবন উপস্থিত হয়। তাঁর যৌবনের আশ্চর্য সারল্য যার বেশীর ভাগই তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে আবার যেন ফিরে আসে যখন তিনি পথিমধ্যে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন একগাদা বুনো স্ট্রবেরীর সামনে। তিনি সকল সময় ছিলেন গর্বিত। ছিলেন হিসেবী। তিনি অনুমোদন করেছিলেন তাঁর কলহপরায়ণ ভায়ের সেই মেয়েটিকে জিতে নেওয়া যে মেয়েটিকে তিনি প্রথমে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। পরে ঘটনাক্রমে তিনি বিবাহ করলেন এমন এক মহিলাকে যিনি তাঁকে 'ঝামেলায় ফেলবেন না'। এবং সেই মহিলার অন্য পুরুষে অনুরক্ত হওয়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন অধ্যাপক বর্গ। এবং সে ব্যাপারে ত্রুটি যে তাঁরই, তাও জানিয়েছিলেন স্ত্রীকে। অধ্যাপক বর্গ তখন যেন নিজেকে আত্মার গভীরে অভিযুক্ত করছেন। পুত্রের বাড়ীতে পৌঁছে ভাবেন সেই অনুষ্ঠানের কথা যেখানে তাঁকে সম্মান জানান হবে। এবং মনে হয় যেন এগুলি অলীক ছায়ামূর্তির মতো অতীতের সংগে জড়িয়ে আছে। পুত্রের বাড়ীতে থাকাকালীন এভাল্ড, তাঁর পুত্র, অধ্যাপককে বলছে যে, উনি যেমন ওঁর ভাবাদর্শময় শৈশব স্মৃতি বিহনে বাঁচতে পারেন না, তেমনি

ম্যারিয়নকে বাদ দিয়ে তার নিজের অস্তিত্ব অসম্ভব। এই উক্তির মাধ্যমে পিতা পুত্রের সাদৃশ্য আরও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। উভয়ের এই যোগাযোগ সূত্রের দৃঢ়বন্ধে বার্গম্যান-এর একটি অন্যতম মৌল উপজীব্য পুনরুচ্চারিত হলো এই যে : নারী বিবর্জিত হলে পুরুষের অবস্থানও অসম্ভব হয়ে ওঠে, কিন্তু এখন এই ভাবনা তার হাতে আরও পরিণত হয়েছে, পুরুষের পক্ষে পরম শান্তিলাভের জন্য আবশ্যক নারীর চেয়েও বেশী কিছু, তার প্রয়োজন প্রেম। সারা, অধ্যাপক বর্গকে এগিয়ে নিয়ে গেছে জলের কিনারায় সেই গীতি কাব্যময় দৃশ্যের অন্তস্তলে, যেখানে বর্গের বাবা-মা স্নেহভরে হাতছানি দিচ্ছেন তাঁকে লক্ষ করে। লক্ষণীয় যে, সারা চলে গেছে, ওঁকে রেখে গেছে এই চিত্রকল্পের মধ্যে, একাকী।

সারা, ভিক্টর এবং আন্‌ডার্স — তিন তরুণ তরুণী। ওরা হিচ্-হাইকার, অধ্যাপক বর্গ এবং তাঁর পুত্রবধূর সংগে যোগদান করেছে — সারা অভিভূত হয় অধ্যাপক বর্গের পরিচয় জেনে। এই দলের মেয়েটিকে দেখতে যেন অবিকল সেই মেয়েটির মতো যে মেয়েটিকে তিনি তাঁর ভাইয়ের কাছে হারিয়েছিলেন। যার আবির্ভাব স্বপ্নদৃশ্যে এবং স্মৃতিচারণের দৃশ্যাবলীতে। স্বল্প সময়েই প্রতিভাত হয়েছে যে মেয়েটি বর্গকে প্রত্যাখ্যান করে তার ভাই সিগব্রিটকে বিয়ে করে। অথচ অন্তিমে সেই বর্গকে হাত ধরে নিয়ে গেলো শান্তির পথে। বস্তুত বর্গএর অবচেতনায় সে প্রণয়িনীর চেয়ে বেশি কিছু। সারা-ই আবার আয়না তুলে ধরেছে বর্গে-র সামনে, যাতে তিনি দেখতে পান তাঁর লোলচর্ম কুৎসিত দর্শন মুখের চেহারা। বার্গম্যান এখানে আয়নাকে সুনিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন আত্ম উন্মোচনের প্রতীক হিসেবে। সারা তাকে একথাও বলেছে যে সে সবকিছু জেনেও আসলে কিছুই জানে না। অথচ ঠিক এর উল্টো কথা বলেছে — অধুনাকালীন প্রতি-চরিত্র, তার নামও সারা। অধ্যাপক বর্গ'র হাতে ফুলের গুচ্ছ তুলে দিতে দিতে সে বলেছে — এমনই একজন, জীবন সম্বন্ধে যাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান। আধুনিক সারা অদ্যপি কুমারী, স্পষ্ট বক্তা কিন্তু সংবেদনশীল। আইজ্যাক বর্গ'র যৌবন-সংগিনী সারাকে বেছে নিতে হয়েছিল আইজ্যাক ও সিগব্রিট এর মধ্যে, বর্তমান কালের সারাকেও বেছে নিতে হচ্ছে ভিক্টর ও আন্‌ডার্স দুই প্রণয়ীর মধ্যে। তাই গাড়ীতে আনডার্স ও ভিক্টর'এর পরস্পরের গুণাগুণ নিয়ে যে তর্কযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে তা ক্রমাগত অধ্যাপক আইজ্যাক বর্গকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তাঁর স্বপ্নময় যৌবনে। এরা ছাড়াও কাহিনীর ক্রম পরিণতিতে আবশ্যক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন আল্‌মান ও বেরিট — এক বিবাহিতা দম্পতি, যাঁদের গাড়ী পথে দুর্ঘটনায় পড়েছে — তাঁদের পরস্পরের বিদ্বেষপূর্ণ কলহ দাঁড়িয়ে যায় এক বীভৎস দৃষ্টান্তে, যা দুজন ঐক্যহীন সত্তাকে এক সংগে আবদ্ধ রেখেছে চিরদিনের মতো। দীর্ঘস্থায়ী এক শটের নিপুণ প্রযুক্তি আমরা

এখানে লক্ষ করি — আল্‌মান এবং বেরিটকে বলা হল গাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে। ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখলো — গাড়ীটি অদৃশ্য হয়ে গেল। মাপা শটটি স্থির রেখে দিলেন বার্গম্যান যথেষ্ট সময়ের জন্য, যাতে দর্শকের মর্মে প্রবেশ করে এই বাস্তব সত্য যে পরস্পরকে যতই উদ্‌ব্যস্ত করুক না কেন, ওরা দুজন একত্রে থেকে যাবেই। আল্‌মান ও বেরিট নেমে যাওয়ার পর আইজ্যাক তথাকথিত 'সমীক্ষা' প্রসংগে বেরিটকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। তখন তিনি অভ্রান্ত এই কারণেই যে বেরিট বাস্তবিকই আত্মিক দিক দিয়ে মৃত যদিও শারীরগতভাবে সে জীবিত। আইজ্যাক আরও বলেছেন যে ওরা সব সময়ই তাঁর বিবাহিত জীবনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মিলগুলো যথেষ্ট স্বচ্ছ। দুজনেই তাঁদের স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। আইজ্যাকের স্ত্রীর মতো বেরিটও অন্য পুরুষের সংগে সহবাসের অব্যবহিত পরে স্বামীর উল্লেখে বিদ্রুপমুখর।

ষ্টকহোম থেকে লুণ্ডে এই দীর্ঘ পথ যাত্রায় এঁরাই সর্বক্ষণের জন্য কিংবা সাময়িকভাবে অধ্যাপক আইজ্যাকের সংগী হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে অধ্যাপক বর্গকে উৎপীড়নের ভূমিকা নিয়েছে তথাচ শেষ অবধি ওরা ওঁকে রাহুমুক্ত, আত্মসমাহিত করেছে। অধ্যাপক বর্গ তাঁর মায়ের সাথে দেখা করতে গেছেন — বার্গম্যান দেখিয়েছেন পুত্রবধূ ম্যারিয়নের মুখাবয়ব, যেখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তুষারশীতল ভাবলেশহীনতা যা মৃত্যুর চেয়েও ভীতিপ্রদ। আইজ্যাকের মা বলেছেন, 'যতোদূর আমার মনে পড়ে, আমার মধ্যে সদা সর্বদা একটা নিরুত্তাপ অনুভূতি রয়েছে।' ছেলের মতো মা'ও স্বার্থান্বেষীরূপে প্রতীয়মান। প্রতি মুহূর্তে অধ্যাপক বর্গ যেন স্মৃতির অতীতে পৌঁছে যাচ্ছেন। জীবনের চূড়ান্ত সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও এমন একজন মানুষ যে জানলো না কি পরিমাণ অনিষ্ট করেছে সে অন্য সকলের, নিজেও ভুলে গেলো তার আত্মীয়-পরিজন তাকে কতো আঘাত দিয়েছে। অধ্যাপক বর্গের কাছে এখন সমস্ত মূল্যবোধই প্রশ্নের সম্মুখীন যখন মৃত্যু তার ছায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকে; তাঁর শেষ দিনগুলির পথে। তাঁর সমস্ত অর্জিত উচ্চাশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় স্পর্শাতীত অতীত এবং ভবিষ্যতের কম্পনে, যে কোন কিছু শেষ হতে চলেছে। তাঁর অলীক মূর্তির মতো মুখ যেন ছবির অলীক মূর্তির সংগে মিশে একাকার হয়ে যায় — এ যেন ক্ষয়িষ্ণু মানবিক চৈতন্যের মুখোশ। ছবির যবনিকাতে অধ্যাপক খুঁজে পেয়েছেন তাঁর শান্তি-পারাবার, ঈশ্বরের মধ্যে নয়, সংসারের কর্মযজ্ঞে যৌবনের স্নিগ্ধ স্মৃতিতে। 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ' সম্বন্ধে আর্চার বলেছেন এ ছবির ভেতর প্রাউষ্টের ভাব-কল্পনা নিহিত যে জীবন পর্যায়ক্রমিক কিছু বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের সমষ্টি, মানুষের স্মৃতির সংগে অভিজ্ঞতার সাময়িক সম্পর্ককে যা অর্থবহ করে তোলে। প্রাউষ্টের মত বার্গম্যানও এ ছবিতে প্রকাশ করেন জীবনে তাঁর

গভীর বিশ্বাসের কথা। আভাসে নাকি এও বলা হয়েছে অধ্যাপক আইজ্যাক বর্গ-এর নামের আদ্যক্ষর অর্থাৎ আই.বি. থেকে এই ইংগিতই মেলে যে ইঙ্গমার বার্গম্যান এখানে তাঁর স্বীয় চরিত্রের কতিপয় লক্ষণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। জীবনে বহু রহস্য রয়েছে কিন্তু মানুষ যিনি নিজেকে এই বিপুলা পৃথিবীর তুলনায় অকিঞ্চিৎকর ভাবেন তাঁরই উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে — নিজে শান্তি পাওয়ার জন্য এটাই অধর্মীয় বার্গম্যানীয় ধারণা। 'আমি যখন তরুণ ছিলাম' বার্গম্যান সাম্প্রতিক কালে বলেছেন, 'আমার মোহ ছিল যে জীবন কি রকম হবে। এখন আমি কোন বস্তু বা বিষয়টি সে রকম ভাবেই দেখি। এখন আর কোন প্রশ্ন নয় যেমন ঈশ্বর কেন? বা মা কেন? একজনকে হয় আত্মহত্যা বা গ্রহণ করা বেছে নিতে হবে। হয় নিজেকে ধ্বংস করতে হবে (যা রোম্যান্টিক) বা জীবনকে গ্রহণ করতে হবে। আমি এখন এটাকে গ্রহণ করাই বেছে নিয়েছি।'.

সৌজন্যে : চিত্রণ, চন্দননগর সিনে সেন্টার